দৈনিক

তারিখ 25 APR 2017

বাল্যবিয়ে ঠেকিয়ে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেন শারমিন

● সাজেদা স্নিগ্ধা

নিজের বাল্যবিয়ে রুখে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের ঝালকাঠির কিশোরী শারমিন আক্তার। নিজের বাল্যবিয়ে ঠেকাতে ২০১৫ সালে সাহসী এই কিশোরী নিজের মা ও হবু স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ চলতি বছরের ২৯ মার্চ ওয়াশিংটনে মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের হাত থেকে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন শারমিন আক্তার।

শারমিনের গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠি জেলার রাজপুর উপজেলার সত্যনগর গ্রামে। তিনি বর্তমানে রাজাপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বাল্যবিয়ে ও জোরপূর্বক বিয়ে ঠেকিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার কিশোরীদের জন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করায় তাকে 'আন্তর্জাতিক সাহসী নারী' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

শারমিন আক্তার এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আমি এখনো শিউরে উঠি। মায়ের ইচ্ছায় ও সহায়তায় মারাত্মক একটি অন্যায় সিদ্ধান্ত আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। ২০১৫ সালের জুন মাসের কথা। আমার বয়স তখন ১৫। বিয়ের বয়স না হলেও মা তখন আমার বিয়ে ঠিক করেন ৩২ বছর বয়সী প্রতিবেশী স্বপন খলিফার সঙ্গে। আমি মায়ের এ সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে তিনি আমাকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করেন বিয়েতে রাজি করানোর জন্য। এরপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন।'

২০১৫ সালের ৬ আগস্ট শারমিনকে চিকিৎসার কথা বলে তার মা খুলনায় নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দূরসম্পর্কের এক মামার বাড়িতে তোলেন। আগে থেকেই সেখানে স্বপন অবস্থান করছিলেন। শারমিনের সঙ্গে স্বপনের বিয়ে না হলেও রাতে শারমিনকে তার মা বলেন, 'স্বপনের সঙ্গে তোর বিয়ে হইছে, আজ থেকে তুই স্বপনের সঙ্গে থাকবি।' এ রকম অন্যায় প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় শারমিনকে মারধর করে জোর করে স্বপনের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দেন তার মা। পরদিন সকালে কৌশলে পালিয়ে গেলেও স্বপনের কাছে ধরা পড়ে যান শারমিন। এরপর তাকে রাজাপুরে নিয়ে নিজ বাড়িতে আটকে রাখা হয়।

'এমন পরিস্থিতিতে আমি কী করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বাবা সৌদি প্রবাসী। কার কাছে যাব, কী করব বুঝতে পারছিলাম না। সিদ্ধান্ত নিই, যে করেই হোক আমাকে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এরপর ১৬ আগস্ট সুযোগ পেয়ে পালিয়ে সহপাঠী নাদিরা আক্তারের বাড়িতে যাই এবং সব খুলে বলি। এরপর দুজনে মিলে স্থানীয় সাংবাদিকদের বিষয়টি জানাই এবং তাদের সহায়তায় ওই দিন রাতেই রাজাপুর থানায় মা ও স্বপন খলিফার বিরুদ্ধে মামলা করি' বলে জানান শারমিন। পরে পুলিশ শারমিনের মা গোলেনূর বেগম ও কথিত স্বামী স্বপন খলিফাকে গ্রেপ্তার করে। আর শারমিনকে ঝালকাঠির জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মো. শফিকুল করিম, দাদি দেলোয়ারা বেগমের জিম্মায় দেন। এরপর থেকে তিনি দাদির কাছে থেকেই পড়াশোনা করছেন। ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড ছাড়াও শারমিন তার সাহসিকতার জন্য ২০১৫ সালে স্বর্ণকিশোরী ফাউন্ডেশন পুরস্কারও অর্জন করেছেন।

চলতি বছর শারমিন আক্তারসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ১৩ জন নারী পেয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ অ্যাওয়ার্ড। বিশ্বব্যাপী শান্তি, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, লিঙ্গসমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে জোরালো ভূমিকা ও সাহসী পদক্ষেপের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৭ সাল থেকে সম্মানজনক এই পুরস্কার দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার।